PURSUITS 8 (2016)
ISSN 0976-4593

Published by
Research and Publication Cell
IQAC, Srikishan Sarda College
Hailakandi, 788151, Assam (India)

গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থর গল্পে কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন ও ঋণকৃতির স্বরূপ-সার্থকতা

তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email: **thirthankar1993@gmail.com**

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বরাক উপত্যকার সাহিত্যচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 'শতক্রতু' পত্রিকাকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করেছেন এক শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী- যাঁরা পরবর্তীকালে লেখনীর জোরে বরাক উপত্যকার গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর বাংলায়ও বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি ভাষা বিন্যাসে অভিনব। মান্য বাংলায় রচিত গল্পে লেখক অনায়াসে ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, অসমীয়া, মনিপুরী প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাষার ভাষিক ইউনিট ব্যবহার করেছেন। কখনো নির্দিষ্ট একটি ভাষার কোডে কথা বলতে গিয়ে অন্য কোনো স্বতন্ত্র ভাষার কোডে একটা গোটা বাক্য পরিবর্তন করেছেন। বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে বা শাব্দিক অভাব পূরণ করতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে অন্য ভাষার শব্দ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত রণবীর পুরকায়স্থর পাঁচ/সাতটি গল্পের সাহায্যে কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন ও ঋণকৃতির স্বরূপ তুলে ধরে এমন ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা বা সার্থকতার বিচার বিশ্লেষণ করাই এই নিবন্ধের অন্বিষ্ট।

মূল শব্দ: ভাষা, গল্প, কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন, ঋণকৃতি...

© 2016, S. S. College, Hailakandi

ভূমিকা: বরাক তথা বৃহত্তর বাংলারও একজন সুপরিচিত গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ। তাঁর গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি ভাষা-বিন্যাসে অভিনব। চাকরিসূত্রে রণবীর উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় দিন যাপন করেছেন। পরিচিত হয়েছেন বৈচিত্র্যময় ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে। যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর গল্পের শিরায় উপশিরায়। মান্য বাংলায় রচিত গল্পে লেখক অনায়াসে ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, অসমীয়া, মনিপুরী প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন। কখনো বাংলায় কথা বলতে বলতে ইংরেজি, হিন্দি কিংবা

অসমীয়া ভাষায় একটি গোটা বাক্য পরিবর্তন করেছেন। অন্য ভাষা থেকে শব্দ ঋণ করার দৃষ্টান্তও রণবীরের গল্পে বর্তমান। ভাষার যে এই বৈচিত্র্যময় বিন্যাস- তাকে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হচ্ছে যথাক্রমে কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন, ঋণকৃতি। এখানে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত রণবীর পুরকায়স্থর পাঁচ/সাতটি গল্পের সাহায্যে কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন, ঋণকৃতির স্বরূপ সন্ধান করে এমন ভাষা বিন্যাসের যৌক্তিকতা বা সার্থকতা বিচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

কোড (code): সহজ কথায় 'কোড' হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক মৃণাল নাথ তাঁর 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে কোড প্রসঙ্গে বলেছেন:

> *'সমাজভাষাবিজ্ঞানে কোড পরিভাষাটি নিরপেক্ষভাবে বোঝায় ভাষা, উপভাষা বা বুলি, অর্থাৎ যে কোনো ভাষাকেন্দ্রিক সংজ্ঞাপনের যে কোনো সংক্রিয়াকে বলা হয় কোড।',*[১]

যেমন, বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি এক একটি কোড।

ক) **কোড-মিশ্রণ (Code Mixing):** একটা নির্দিষ্ট ভাষার কোডে কথা বলতে বলতে ওই নির্দিষ্ট ভাষার স্বীকৃত পরিভাষা থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না করে যদি অন্য ভাষার ভাষিক ইউনিট ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে কোড-মিশ্রণ বলে। রণবীর পুরকায়স্থর গল্পে এই কোড-মিশ্রণের প্রবণতা অত্যধিক। অবলীলায় গল্পকার মান্য বাংলায় রচিত গল্পে ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, অসমীয়া প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন, 'মিনির হাসি' (১৯৭৬) গল্পের এক জায়গায় লিখেছেন: 'এল. আই. এম্পলয়ীরা খুব পয়সাওয়ালা'[২]- এখানে ব্যবহৃত 'এমপ্লয়ী' শব্দটির বাংলা পরিভাষা রয়েছে 'কর্মচারী' এবং তা প্রচলিত। কিন্তু গল্পকার তা ব্যবহার না করে বাংলায় রচিত একটি বাক্যে ব্যবহার করলেন ইংরেজি শব্দ। একেই বলে কোড-মিশ্রণ। তাহলে এল.আই.সি কেন কোড-মিশ্রণ নয়- এ জিজ্ঞাসা তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এরও একটি বাংলা রূপ রয়েছে- জীবন বীমা সংস্থা। কিন্তু তা অপ্রচলিত; এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রাম্য অর্ধশিক্ষিত মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষিত সম্ভ্রান্তরা প্রত্যেকেই এল.আই.সি শব্দটি ব্যবহার করেন বলে এটিও বাংলা শব্দভাণ্ডারে মিশে গেছে। 'রঞ্জন আসছে' (১৯৭৮) নামক গল্পের এক জায়গায় লেখক লিখেছেন: 'সিনেমা দেখে এলে?'[৩] এখানে ব্যবহৃত 'সিনেমা' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'ছায়াছবি'। কিন্তু তার ব্যবহার অতি অল্প বা প্রায় নেই। 'সিনেমা' শব্দটিই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ব্যবহার করেন। তাই এটি কোড-মিশ্রণ নয়। একইভাবে 'চেয়ার', 'বেডরুম', 'কার্পেট', 'প্রবলেম' ইত্যাদি শব্দগুলি যদি বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তবে সেটা কোড-মিশ্রণ নয়। ইংরেজি 'চেয়ার' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'কেদারা'র প্রয়োগ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নেই, আর 'বেডরুম'কে শোয়ার ঘর অপেক্ষা 'বেডরুম' হিসেবেই বেশি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার উপায় নেই। আবার লেখক যখন গল্পে লিখেন: 'পাড়ার একচ্ছত্র গসিপ সম্রাজ্ঞী'[৪]

('দুন্দুবুড়ি কথা', ১৯৯৪) কিংবা 'একেবারেই ফর্মাল মানুষ নও তুমি'[৫], 'ভাম অফ ফর্টিসিক্স'[৬], 'কি দারুণ ম্যাটার মাইরি'[৭], 'কমলকুমারের প্রিয় খিচুড়ি লাবড়ার উপর দোপাটির কটা পাঁপড়ি আর তুলসীপাতা ফেলে দিলেই- আ: ফাইন! যুগ যুগ জিও ঘন্টাধ্বনি'[৮] ('ত্র্যহস্পর্শ', ১৯৯৫), 'এরকম নখড়া কমলকুমারের আছে'[৯], 'তুমি আজকাল খুব কনফিডেন্ট'[১০], 'নক্সাল টার্নড তান্ত্রিক'[১১], 'গল্পের ম্যাজিক খুঁজতে নিজের বন্দিশ ভুলে অন্য কাকলিতে সুর সন্ধানে ব্যস্ত থাকার মানে হয় না'[১২] ('বোকা কাশীরাম কথা, ১৯৯৮), 'সাধু সেজে হনিমুন করার আদর্শ ঠাঁই'[১৩], 'তাহলে সব ঝুট হ্যায়'[১৪], 'ওলাই ওলাই আ, জীবন খুঁজে পাবি'[১৫] ('মতামানুষ কথা', ১৯৯৫), 'আহারে মতারে'[১৬], 'চাকুস চাকুস পান করে'[১৭] --তখন সেটা কোড-মিশ্রণ বলেই পরিগণিত হয়। যেমন, 'গসিপ' শব্দটির বাংলা 'পরচর্চা' প্রতিশব্দটি যথেষ্ট প্রচলিত, সাধারণ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'পরচর্চা'ই বলে থাকেন। সেক্ষেত্রে এটা কোড-মিশ্রণ। আবার একটা ছোট্ট ইংরেজি বাক্যে যদি সচেতনভাবে কোনো বাংলা, হিন্দি বা অন্য যে কোনো ভাষার ভাষিক ইউনিট ব্যবহার করা হয়, তবে সেটা কোড-মিশ্রণ। এমন অনেক কোড-মিশ্রণের নমুনা লুকিয়ে আছে রণবীরের গল্পের পরতে পরতে। এখানে অতি অল্প দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা হল।

খ) **কোড-পরিবর্তন (Code-switching):** কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাষার কোডে কথা বলতে বলতে একটা গোটা বাক্য যদি অন্য ভাষার কোডে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে কোড-পরিবর্তন বলে। এই কোড-পরিবর্তনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১) পরিস্থিতিগত (Situational) এবং ২) রূপকাত্মক (Metaphorical)। ভাষাতাত্ত্বিক মৃণাল নাথের মতে:

> *'পরিস্থিতিগত কোড-পরিবর্তন তখনি হয়, যখন পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে কোডেরও পরিবর্তন ঘটে। বক্তারা এক পরিস্থিতিতে কথা বলে এক ভাষায়, অন্য পরিস্থিতিতে বলে অন্য ভাষায়। এখানে বিষয়গত কোনো পরিবর্তন হয় না। যখন বিষয়ের পরিবর্তনের জন্য কোডের পরিবর্তন ঘটে, তখন তাকে বলা হয় রূপকাত্মক কোড-পরিবর্তন।'*[১৮]

রণবীরের গল্পবিশ্বে এই দুই ধরণেরই কোড-মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিস্তৃত আকারে দু'ধরণের কোড-মিশ্রণের দৃষ্টান্ত সহ আলোচনার অবকাশ কম। তাই গল্প থেকে বাক্যের কোড-পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ নিয়ে শুধু বৈচিত্র্যের দিকটি স্পষ্ট করা যাক। রণবীর পুরকায়স্থ তাঁর 'দুন্দুবুড়ি কথা' গল্পের এক জায়গায় লিখেছেন: 'বাকিটুকু জানে পর্ণা, ওভার টু পর্ণা, তুমিই বলো'[১৯], লিখেছেন: 'তখন নেশা করেছিলাম। আই ওয়াজ ড্রাংক'[২০], 'রিল্যাক্স মাই ডিয়ার, ঐ শূয়োরের বাচ্চাকে নিয়ে এত ভাবছ কেন?'[২১] ('ত্র্যহস্পর্শ'), 'অনুরাধা ধাক্কা দেয় কমলকুমারের বিশাল দেহে,- চল চল হাতি মেরা সাথি'[২২], 'আরে বাবা, এইঠো হলো কথার পিঠিত কথা। তার পিছতে কী হলো

জানানে?'[২৩] ('মতামানুষ কথা') ইত্যাদি কোড-পরিবর্তনের অনেক দৃষ্টান্ত রণবীরের গল্পে দৃষ্টি কাড়ে।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যা এই গল্পকারের সৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। রণবীরের গল্পে বাক্যের কোড-পরিবর্তনের পাশাপাশি শব্দগুচ্ছের কোড-পরিবর্তনেরও প্রচুর দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। যেমন, 'বেটার লেট দ্যান নেভার কথাটার অর্থই যে তাই তোমাদের আজকের বইদান অনুষ্ঠানেই জানতে পারলাম।'[২৪] ('দুন্দুবুড়ি কথা'), 'দিদৃক্ষু পৃথুলার ঈক্ষণ দিয়ে একটা কবিতার শুরু হলে মন্দ হয় না।'[২৫] 'অল ইন ওয়ান, অলরাউণ্ডার না হলে গল্পের এগার থেকে বাতিল'[২৬] ('বোকা কাশীরাম কথা'), 'তার মানে বেড়ি রাধিকা কহ্ন ঘর নিয়ে জারী'[২৭] ইত্যাদি।

গ) **ঋণকৃতি (Borrowing):** কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলার সময় অনেক ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট ভাষার কোনও কোনও পরিভাষা বা প্রতিশব্দের প্রচলন না থাকায় বা যথাযথ পরিভাষাটি ওই ভাষায় না থাকার দরুন আমরা অন্য ভাষা থেকে তা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করি। রণবীর পুরকায়স্থর রচনায় এই ভাষাঋণ বা ঋণকৃতির প্রচুর উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন, 'মিনির হাসি' গল্পের এক জায়গায় লেখক লিখেছেন: 'বাসে করে এলেও'[২৮], লিখেছেন: 'অনেকগুলো জেট প্লেনের ক্রমাগত ল্যাণ্ডিং আর টেকঅফের মতো তুমুল ব্যাপার'[২৯] ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয়, 'বাস', 'ল্যাণ্ডিং', 'টেকঅফ' শব্দগুলোর বাংলা পরিভাষা নেই। তাই বাক্য সম্পূর্ণ করতে বা শাব্দিক অভাব পূরণ করতে ওই ইংরেজি শব্দগুলো ঋণ নিতে হয়েছে। উক্ত গল্পের'ই আর এক জায়গায় লেখক লিখেছেন: 'রিক্সা করে যেতে হবে।'[৩০] 'রিক্সা' একটি জাপানি শব্দ, এর কোনো বাংলা পরিভাষা নেই। তাই এটিও ভাষাঋণ। 'দুন্দুবুড়ি কথা' গল্পের এক জায়গায় গল্পকার লিখেছেন: 'কলিংবেল, প্রথমবারের শব্দে গা করল না অমলকান্তি।'[৩১] ইংরেজি শব্দ 'কলিংবেল'-এরও স্বতন্ত্র কোনো বাংলা প্রতিশব্দের প্রচলন নেই, একেও ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে। এইভাবে 'গিজার', 'চশমা', 'হরতাল', 'কম্প্যুটার' ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য শব্দঋণ রণবীরের গল্পকাহিনিতে স্বাভাবিকভাবেই গৃহীত হয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় সংক্ষেপে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে ঋণকৃতি আর কোড-মিশ্রণকে অনেক সময় এক মনে হলেও এ দুটোর মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক মৃণাল নাথের বক্তব্য অনুসরণ করলে এই বিভ্রান্তি দূর হতে পারে:

> *'...ঋণকৃতির (borrowing) এবং কোড-মিশ্রণের মধ্যে তফাত আছে। ঋণকৃতি কোনো ভাষার প্রয়োজনে শাব্দিক ফাঁক (lexical gap) পূরণের জন্য সৃষ্টি হয়। কোড-মিশ্রণ শাব্দিক ফাঁক পূরণের জন্য হয় না। এর পেছনে অন্য ধরণের প্রেষণা কাজ করে থাকে।'*[৩২]

উপসংহার: গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থর গল্প থেকে কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন ও ঋণকৃতির উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলো ছাড়া আরো অনেক দৃষ্টান্ত এখানে ক্রমপরম্পরায় সাজাবার

অবকাশ রয়েছে। কিন্তু পরিসর সংক্ষিপ্ত। তাই আলোচনার ইতি টানা আবশ্যক। তবে সীমিত পরিসরে যে সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল তা থেকে রণবীর পুরকায়স্থর গল্পে কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন ও ঋণকৃতির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে- তা আশা করা যায়। কিন্তু রণবীর এমন ভাষা-বিন্যাস ঘটালেন কেন? আসলে সাহিত্য যে জীবনের প্রতিফলন। তাই কর্মসূত্রে বহুভাষিক অঞ্চল থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ শব্দরাজি পরবর্তিকালে তাঁর গল্পভাষায় সহজে স্থান করে নিয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক লেখকেরই তো সাধ থাকে সমসাময়িক লেখকদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রূপে পাঠকের কাছে তুলে ধরার। রণবীরও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর এই বিচিত্র ভাষাশৈলী তাঁকে স্বতন্ত্র সমৃদ্ধি দান করেছে এবং তাঁর সমসাময়িক গল্প-লেখকদের বৃত্ত থেকে তাঁকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছে। কোড-মিশ্রণ, কোড-পরিবর্তন ও ঋণকৃতির মাধ্যমে রণবীর তাঁর গল্প-ভাষায় যে অভিনবত্ব এনেছেন, তার যথেষ্ট যৌক্তিকতাও রয়েছে। মান্য বাংলায় রচিত হলেও তিনি যদি গল্প আবহের সঙ্গে সাযুজ্য না রেখে 'মিনির হাসি' গল্পে 'এম্পলয়ী' শব্দটি না লিখে 'কর্মচারী' লিখতেন, কিংবা 'কলিংবেল' বোঝাতে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে বাক্য সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করতেন- তাহলে গল্পের আবেদন কখনোই পূর্ণতা পেত না। সঠিক স্থানে সঠিক শব্দের ব্যবহার করার ফলেই রণবীর পুরকায়স্থর গল্পের আবহ যেমন সজীব, তেমনি চরিত্রগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর এখানেই তাঁর বিচিত্র ভাষা বিন্যাসের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯ 'ভাষা ও সমাজ' : নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ: ২৩৬
২. পুরকায়স্থ, রণবীর, ২০০১ 'বোকা কাশীরাম কথা' : অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, পৃ: ১২
৩. তদেব, পৃ: ১৪
৪. তদেব, পৃ: ২৪
৫. তদেব, পৃ: ২৪
৬. তদেব, পৃ: ২৫
৭. তদেব, পৃ: ২৫
৮. তদেব, পৃ: ৪১
৯. তদেব, পৃ: ৪৫
১০. তদেব, পৃ: ৬০
১১. তদেব, পৃ: ৬১
১২. তদেব, পৃ: ১৬৪
১৩. তদেব, পৃ: ১৬৬
১৪. তদেব, পৃ: ১৬৭
১৫. তদেব, পৃ: ১৭৯

১৬. তদেব, পৃ: ১৮৩
১৭. তদেব, পৃ: ১৮৬
১৮. নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯ 'ভাষা ও সমাজ' : নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, পৃ: ২৩৮
১৯. পুরকায়স্থ, রণবীর, ২০০১ 'বোকা কাশীরাম কথা' : অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, পৃ: ২৭
২০. তদেব, পৃ: ২৯
২১. তদেব, পৃ: ৩৭
২২. তদেব, পৃ: ৩৮
২৩. তদেব, পৃ: ৪২
২৪. তদেব, পৃ: ২৪
২৫. তদেব, পৃ: ২৫
২৬. তদেব, পৃ: ১৬১
২৭. তদেব, পৃ: ১৭৬
২৮. তদেব, পৃ: ৯
২৯. তদেব, পৃ: ১১
৩০. তদেব, পৃ: ১২
৩১. তদেব, পৃ: ২২

সহায়ক গ্রন্থ:

১. নাথ, মৃণাল, ১৯৯৯ 'ভাষা ও সমাজ' : নয়া উদ্যোগ, কলকাতা

আকর গ্রন্থ:

১. পুরকায়স্থ, রণবীর, ২০০১ 'বোকা কাশীরাম কথা': অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা